রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৪, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৫৬—দেশবরেণ্য অভিনেতা জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

২। জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৯ ফাল্গুন ১৪২৭/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

দেশবরেণ্য অভিনেতা জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান ১৯৪১ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস লক্ষীপুর জেলায়। তিনি ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান 'বিষকন্যা' ছবির সহকারী পরিচালক হিসাবে প্রথম চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি ১৯৬৫ সালে অভিনেতা হিসাবে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন এবং 'নয়নমণি' চলচ্চিত্রে খল চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেন।

জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবিসমূহের মধ্যে 'বড় বউ', 'ওরা ১১ জন', 'লাঠিয়াল', 'নয়নমণি', 'সূর্য দীঘল বাড়ি', 'ছুটির ঘণ্টা', 'গেরিলা', 'লাল টিপ' প্রভৃতি অন্যতম। এ ছাড়া তিনি কয়েকশত টেলিভিশন নাটক ও টেলিফিল্মে অভিনয় করেছেন যার মধ্যে- 'রঙের মানুষ', 'ভবের হাট', 'গরু চোর', 'ঘর কুটুম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা চিত্রনাট্যের সংখ্যা শতাধিক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ। জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কার্যকরী সভাপতি হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক ২০১৫'-তে ভূষিত হন। তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে জীবনব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯'-এ আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কারসহ বহু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

অভিনয় জগতে সুদীর্ঘ ৫০ বছর নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন প্রথিতযশা এই শিল্পী। তাঁর হাস্যরসাত্মক অভিনয় শৈলী বাঙ্গালির হৃদয়কে বহুকাল ধরে আনন্দে উদ্বেলিত করে রেখেছে। তাঁর মেধা, মননশীলতা, অভিনয় প্রতিভা, পরিচালনা কৌশল ও সৌকর্য দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে করেছে সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার ও গল্পকার হিসাবেও বাংলা চলচ্চিত্রে ভূমিকা রাখেন। নন্দিত এই অভিনেতা দেশের মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্ম ও অভিনয়ে।

জনাব এ টি এম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা এবং জাতি হারাল এক নিবেদিত প্রাণ মহান শিল্পীকে।

মন্ত্রিসভা জনাব এ টি এম শামসুজ্জামান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd